হল এমনি এক ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক কৌশল। অর্থাৎ, আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের ধারণা প্রবর্তনের মূলে আছে, পরস্পর নির্ভরশীল আচরণগত পরিবর্তনগুলিকে পরিমাপের প্রচেষ্টা।

শিখন ও শিক্ষণপদ্ধতির বিচারকরণ

চার শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, মূল্যায়নের ব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষণপদ্ধতি ও শিক্ষণ কৌশলগুলিরও মূল্যায়ন করা যায় (The teaching methods and techniques can be evaluated)। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা আছে। তিনি তাঁর বিচার বিবেচনা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি (Teaching Method) এবং কৌশল (Teaching Technique) প্রয়োগ করে, শিক্ষার্থীদের শিখনে (Learning) সহায়তা করেন। তিনি যে শিক্ষণপদ্ধতি ও কৌশলগুলি ব্যবহার করেছেন, সেগুলি যথার্থ কি না, তাও শিক্ষাক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়। অন্য সব কিছু নির্ভুল থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষকের পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। তাই শিক্ষার মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত, যার দ্বারা প্রযুক্ত কৌশল ও পদ্ধতিগুলিকে বিচার করা যায়। মনোবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই কাজ সম্ভব। তাঁরা বিশ্বাস করেন মূল্যায়নের ধারণা প্রবর্তন করে, শিক্ষণ এবং শিখন উভয় প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করা যায় (Evaluation can improve both teaching and learning process)। অর্থাৎ, শিক্ষণপদ্ধতি ও শিখন-প্রক্রিয়ার যাথার্থ্যতা বিচারকরণের জন্যও শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের এই নতুন ধারণা প্রবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মন্তব্য

উপরোক্ত চারটি নীতিকে মূল্যায়নের ভিত্তি বা মৌলিক নীতি (Basic principles of evaluation) বলা হয়ে থাকে। গতানুগতিক পরিমাপ ব্যবস্থার উপর অনাস্থা এবং পূর্বোক্ত মৌলিক নীতিগুলির উপর আস্থার ভিত্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের ধারণা (Concept of evaluation) গড়ে উঠেছে। আধুনিক শিক্ষায় তাই এই মূল্যায়নের ধারণা, সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।

॥ শিক্ষায় মূল্যায়নের গুরুত্ব ॥

IMPORTANCE OF EVALUATION IN EDUCATION

সূচনা

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র গতানুগতিক পরিমাপ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো নয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মনোবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্‌গণ বিশ্বাস করেন, মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উভয়ের পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন সম্ভব। অর্থাৎ, মূল্যায়নের মাধ্যমে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের আচরণগত পরিবর্তন বা তাদের পারদর্শিতা পরিমাপের উন্নতি ঘটানো যায়, তাই নয়, এই ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তার সামগ্রিক উন্নতি সাধন করতে পারে (Evaluation can improve the entire process of education)। তাই মূল্যায়নকে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (1964-66), শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (Integral part of total system of education) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মূল্যায়ন, কোন কোন দিক থেকে এবং কীভাবে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করতে পারে, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে, শিক্ষা কমিশনের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যাবে।

উদ্দেশ্য সচেতনতা

এক শিক্ষা, আধুনিক অর্থে, এক ধরনের সচেতন ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া (Conscious deliberate process)। যে-কোনো ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত কাজের মূলে সব সময় ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে (Goal) পৌঁছানোর প্রচেষ্টা থাকে। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর মধ্যে সব সময়, এই উদ্দেশ্য অভিমুখিতা দেখা যায় না বা, এ সম্পর্কে তাঁরা সচেতন থাকেন না। কিন্তু, মূল্যায়নের ধারণা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ে শিক্ষণ ও শিখনের বিশেষধর্মী কিছু উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম থেকেই সচেতন হয়ে পড়েন। মূল্যায়নের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য, শিক্ষণ প্রচেষ্টা শুরু করার পূর্বে শিক্ষককে পাঠদানের উদ্দেশ্যগুলি (Objectives of teaching) নির্ধারণ করতে হয় এবং সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরও সচেতন করতে হয়। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর

Scanned with CamScanner

এই ধরনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবসম্মত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলে। শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পদ্ধতির যৌক্তিকতা বিচার

দুই আধুনিককালে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিক্ষককে ঐ সব পদ্ধতি ও কৌশলগুলির মধ্য থেকে বিশেষ পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে হয়। পাঠদানের উদ্দেশ্য (Objectives of teaching) সম্পর্কে পরিপূর্ণ এবং সঠিক ধারণা থাকলে, শিক্ষকের পক্ষে উপযুক্ত বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ও কৌশল ইত্যাদি নির্বাচন করা সহজ হয়। শিক্ষণের উদ্দেশ্য, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মূলভিত্তি। তাই মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষক প্রথম থেকে শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন বলে, তাঁর পক্ষে উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, মূল্যায়নের ধারণা প্রবর্তনের ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দেশ্য (Objective) এবং পদ্ধতির (Method) মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়।

পরীক্ষা সংস্কার

তিন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার (Achievement) সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। শিক্ষাগত মূল্যায়নে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত পারদর্শিতা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার জন্য দু'ধরনের কাজ করা হয়। **প্রথমতঃ**, শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পারদর্শিতার মান (Achievement Norm) স্থির করা হয়। এই পারদর্শিতার মান সাধারণতঃ আচরণগত উদ্দেশ্যের (Behavioural achievement) ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়ে থাকে। এই আচরণগত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতাকে বস্তুগত বা নৈর্ব্যক্তিকভাবে (Objectively) পরিমাপ করা সম্ভব হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত পারদর্শিতা সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য মূল্যায়ন ব্যবস্থার মধ্যেই উপযুক্ত পরিমাপক কৌশল উদ্ভাবন করা হয়। গতানুগতিক ব্যবস্থায়, শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিমাপের জন্য কেবলমাত্র পরীক্ষা (Examination) কৌশলকেই ব্যবহার করা হত। কিন্তু, ঐ পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার (Reliability) অভাব ছিল। মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে, ঐ পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে যেমন উৎসাহ বেড়েছে, তেমনি নতুন নতুন পরিমাপক কৌশলও উদ্ভাবিত হয়েছে। অর্থাৎ, মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপ ব্যবস্থার সংস্কারে এবং সামগ্রিক উন্নতিতে সহায়তা করে।

অগ্রগতির তুলনা

চার মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। ফলে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়। গতানুগতিক পরিমাপ ব্যবস্থা ছিল বিচ্ছিন্ন (Isolated)। ফলে, সেই ব্যবস্থায়, শিক্ষার্থীর প্রকৃত অগ্রগতির হার সবসময় উপলব্ধি করা সম্ভব হত না। কিন্তু মূল্যায়নের ধারণা প্রবর্তনের ফলে, যে-কোনো সময়সীমার মধ্যে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির হারকে, পূর্ববর্তী যে-কোনো সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করা সম্ভব হয়।

শিক্ষাগত নির্দেশনা দান

পাঁচ মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক ধারণা হওয়ায়, এই কাজের জন্য শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্যগুলিকে ব্যবহার করে বা তাদের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত নির্দেশনা (Educational guidance) দানের কাজও করা যায়। শিক্ষাবিদ্‌গণ ও মনোবিদ্‌গণ বলেছেন, শিক্ষার্থী সম্পর্কিত তথ্য যত ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করা যাবে, শিক্ষাগত নির্দেশনাদানের কাজ তত নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে। মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন, শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যাপক তথ্যসংগ্রহে সহায়তা করে, শিক্ষাগত নির্দেশনাদানের কাজকে সহজ করে দেয়। কারণ, মূল্যায়নের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর পরিমাপযোগ্য (Measurable) এবং অপরিমাপযোগ্য (Non measurable) সব রকম গুণের বিচার করা হয়।

পাঠ্যক্রম বিচার

ছয় প্রথাগত শিক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য এক একটি পাঠ্যক্রম (Curriculum) নির্দিষ্ট করা হয়। পাঠ্যক্রমকে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কতকগুলি মৌলিক নীতি (Basic principles) অনুসরণ করে বিশেষজ্ঞরা এই পাঠ্যক্রমগুলি রচনা করলেও, শিক্ষা পরিস্থিতির কিছু কিছু অংশ তাঁদের অনুমান করতে হয়। যেমন—শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা, শিক্ষার্থীদের

Scanned with CamScanner

পূর্ব অভিজ্ঞতা, সমাজের ভবিষ্যত চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো তথ্যভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশেষজ্ঞদের থাকে না। এইসব বিষয়ে কিছু অনুমানের ভিত্তিতে তাঁরা পাঠ্যক্রম রচনা করেন। কিন্তু, এই পাঠ্যক্রম যখন বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়, তখন ঐ অনুমানগুলির সত্যতা যাচাই করা যায় এবং পাঠ্যক্রমের যাথার্থ্যতা বিচার করা সম্ভব হয়। মূল্যায়ন ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমের এই যাথার্থ্যতা বিচারকরণে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়া পাঠ্যক্রমের ত্রুটিগুলি নির্ধারণ করে তার সংস্কার করা সম্ভব হয়।

সংশোধন-মূলক শিক্ষণ

সাত মূল্যায়ন এক ধরনের সামগ্রিক প্রক্রিয়া (Comprehensive process) হলেও, তার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উন্নতি সাধন করা। মূল্যায়ন ব্যবস্থায় প্রাপ্ত ফলাফলকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধার দিকগুলি নির্ণয় করা সহজ হয়। শিক্ষার্থীর এই সুবিধা ও অসুবিধার দিকগুলি সম্পর্কে জানতে পারলে, সেই অনুযায়ী সংশোধনমূলক শিক্ষণ পরিকল্পনা (Remedial teaching programme) রচনা করা যায়। অর্থাৎ, মূল্যায়ন, পরোক্ষভাবে, সংশোধনমূলক শিক্ষণের যে-কোনো পরিকল্পনাকে প্রয়োজনভিত্তিক করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা বিচার

আট শিক্ষা পরিবেশ, বিশেষভাবে শিক্ষালয়, শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উন্নত শিক্ষাদর্শ, আদর্শ পাঠ্যক্রম, উপযুক্ত শিক্ষণপদ্ধতি ইত্যাদির সমন্বয়ে, শিক্ষা-প্রক্রিয়া তার চূড়ান্ত ফল লাভ করবে না যদি না শিক্ষা পরিবেশ বা শিক্ষালয়ের কর্মসূচি তাদের সহায়তা করে। এই কারণে বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনের (Institutional planning) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনার যাথার্থ্যতার উপর সামগ্রিকভাবে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে। তাই প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মসূচির উপযুক্ততা বিচার করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের ধারণা প্রবর্তনের ফলে এই কাজ অনেক সহজ হয়েছে এবং শিক্ষা প্রশাসকদের (Educational Administrator) এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচিকে কীভাবে মূল্যায়ন করা যায়, সে সম্পর্কিত বিভিন্ন কৌশল, আধুনিককালে রচনা করা হয়েছে।

মূল্যায়ন কৌশলের বিচার

নয় মূল্যায়ন এমন একটি ধারণা যার মাধ্যমে পরিমাপ কৌশলগুলির (Measuring techniques) কার্যকারিতাও বিচার করা সম্ভব। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মূল্যায়নের (Evaluation) ধারণা গতানুগতিক পরিমাপের ধারণার (Measurement) সংকীর্ণতা দূর করার জন্য আধুনিককালে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, পরিমাপ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়নি। মূল্যায়নের জন্য পরিমাপের প্রয়োজন। তাই মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ধরনের পরিমাপক কৌশল ব্যবহার করা হয়। আর এই কৌশলগুলির যাথার্থ্যতা মূল্যায়নের মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব। এইদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় মূল্যায়ন এক ধরনের স্বয়ং সংশোধনমূলক প্রক্রিয়া (Self correcting process)। ইতিপূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপ কৌশলগুলির যাথার্থ্যতা বিচার করার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না।

মন্তব্য

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে; মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ, আধুনিক এই মূল্যায়নের ধারণা, শিক্ষা সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার মতই সামগ্রিক এবং বহুদূর ব্যাপ্ত। শিক্ষা যেমন ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি মূল্যায়নও শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থাপনের কাজ থেকে শুরু করে, পরিমাপ কৌশলের সংস্কার পর্যন্ত, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকল রকম কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনে মূল্যায়ন সহায়তা করতে পারে। এই কারণে মূল্যায়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিককালে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে বিবেচিত হয়।

॥ মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায় ॥

STEPS OF EVALUATION

সূচনা

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মূল্যায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া (Complex process)। এই প্রক্রিয়ার